যুগান্তর

তারিখ 29 JUN 2008
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

ঢাবি'র ফয়জুন্নেসা ছাত্রীনিবাসের ২৯ জনের সিট বাতিল প্রতিবাদে অবস্থান কর্মসূচি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী ছাত্রীনিবাসের ২৯ ছাত্রীর সিট বাতিল করা হয়েছে। নিয়মিত গবেষণা না করা এবং হোস্টেলে অবস্থান সত্ত্বেও বিগত প্রায় ২ বছর পাওনাদি পরিশোধ না করায় সিট বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এদিকে কর্তৃপক্ষের এ

বাতিল : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

বাতিল : নিবাসের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সিদ্ধান্তে নাখোশ হয়েছেন ছাত্রীরা। সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তারা শনিবার সকালে রোকেয়া হলের সামনের রাস্তায় অবস্থান নেন। পরে দুপুরের দিকে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে অবস্থান নেন।

হোস্টেল কর্তৃপক্ষ জানায়, এদের মধ্যে অনেকে গত দু'বছরে কোন টাকা পরিশোধ করেননি। নিয়মিত গবেষণা কাজ না করার অভিযোগ কমবেশি সবার বিরুদ্ধেই। তারা বলেছেন, এসব ছাত্রীর কেউই হোস্টেলে নিয়মিত অবস্থান করেন না। অনেকে চাকরি করেন। অনেকেই পুরোদস্তুর সংসারী। অনেকে মাঝে-মধ্যে বাচ্চা নিয়েও হলে অবস্থান করেন। এমন কেউ কেউ আছেন, ঢাকার বাইরে চাকরি করেন আর সপ্তাহে একদিন ঢাকায় এসে হোস্টেলে অবস্থান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি অনুযায়ী চাকরিরত ও বিবাহিতদের হোস্টেলে অবস্থানের সুযোগ নেই।

গত ২৭ জুন সিন্ডিকেট সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, রোকেয়া হলের অনার্স ভবনের মাস্টার্সের ছাত্রীদের ওই হোস্টেলে স্থানান্তর করা হবে। তবে আন্দোলনকারীরা মাস্টার্সের ছাত্রীদের বহিরাগত হিসেবে আখ্যা দিয়ে বলেন, এ হোস্টেলে কোন বহিরাগতকে তারা মেনে নেবেন না।

আন্দোলনকারী হাসিনা বানু বলেন, কোন রকম নোটিশ ছাড়া সিট বাতিল করা হয়েছে। তাছাড়া হোস্টেলটা তৈরি করা হয়েছে গবেষক ছাত্রীদের জন্য।

হোস্টেলের ওয়ার্ডেন অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম বলেন, অনিয়ম করে কেউই হোস্টেলে অবস্থান করার সুযোগ পাবে না। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা বাস্তবায়নে শিথিল হবেন না বলে তিনি সাফ জানিয়ে দেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া সবার জন্য বাধ্যতামূলক।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃংখলা ভঙ্গ করে হোস্টেলে অবস্থান করার কোন সুযোগ নেই। এরপরও যদি কেউ প্রশাসনের কাজে বাধা দেয় তবে তাদের বিরুদ্ধে একাডেমিক শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এদিকে বিকালে ওই হোস্টেলে সিট বরাদ্দপ্রাপ্ত মাস্টার্সের ছাত্রীদের কর্তৃপক্ষ তাদের নামে বরাদ্দকৃত কক্ষে তুলে দিতে গেলে ওই আন্দোলনকারী ছাত্রীরা বাধা দেয়। এসময় তারা হোস্টেলের ভেতর থেকে তালা আটকিয়ে দেয়। হোস্টেলের ওয়ার্ডেন ও সহকারী ওয়ার্ডেনের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও বিভিন্ন স্লোগান দেয়। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন সহকারী প্রক্টর এসে তাদের শান্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। মাস্টার্সের ছাত্রীদের ফিরিয়ে দেয়ার পর তারা শান্ত হন।